ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা

প্রবাসে যাওয়ার আগের দিন অর্থাৎ তেশরা জুলাই [বৃহস্পতিবার] কর্ণফুলীর অগনিত পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমি কয়েক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গিয়েছিলাম, কথা দিয়েছিলাম এসেই শক্তহাতে পুনরায় সাম্পানের হাল ধরবো। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রবাসে একস্থান থেকে আরেকস্থানে ছুটোছুটি করতে গিয়ে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আমি। যারফলে এ হুড়োহুড়িতে অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসের আতুড়ঘর বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন ও স্থাপনা শেষমুহূর্তে আমার আর দেখা হয়নি। হাওড়া জেলার সীমানায় বিখ্যাত দক্ষিনেশ্বর মন্দিরের ঘাটের পান্ডার টেঁকে নগদ দেড়শত রূপী গুঁজে দিয়েও সময়ের অভাবে আমার আর গঙ্গাস্নান করা হয়নি। মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগের নবাববাড়ীতে [নেমকহারাম দেউড়ী] নবাব-এ-নাজীম মীর মোহাম্মদ জাফর খাঁন বাহাদুর [মীর জাফর] এর অষ্টম বংশধর সৈয়দ রেজা আলী মির্জা [ওরফে ছোট নবাব] এর একটি সচিত্র সাক্ষাৎকার নিলেও পরদিন তার বাড়ীর নেমন্তন রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক ও বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে খ্যাত ভাগীরথি নদীর পশ্চিম পাড়ে খোশবাগে স্বাধীন বাংলার শেষ নবাব সিরাজ উদদৌলা ও তার মাতামহ নবাব আলিবর্দী খানের সমাধিক্ষেত্র দেখা হলেও তার ফটকে কালের সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে থাকা আড়াইশত বছরের পুরানো বেলগাছের সেই বেলের শরবত পান করা আমার হয়ে ওঠেনি। সুশ্রাব্য বাংলাভাষার সূতীকাগার বলে সুখ্যাত নদীয়া জেলার শান্তি পুরে যাওয়ার জন্যে পরেরদিন সুর্য উঠার আগেই আষাঢ়ের বৃষ্টিতে চুপসে 'লালগোলা এক্সপ্রেসে' ভোঁদৌড়ে চাপতে হয়েছিল। আধমরা ও অসুস্থ দেহটিকে এভাবে টেনে হেঁচড়ে আমি যমের দুয়ার অবদি প্রায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। তবুও মন ভরে, নয়নজুড়ে ঐতিহাসিক ভাগিরথী নদী আমার দেখা হয়নি, উজান গাঙ্গের মহানন্দা ও ভাগিরথীর সংগমগস্থল, যেখানে দানেশ ফকির ও তার দল পালিয়ে যাওয়ার পথে সিরাজ-উদ-দৌলাকে আটক করেছিল, সেখানেও যেতে পারিনি। জোয়ার-ভাটাহীন শুধু ভাটিমুখে প্রবাহিত খরস্রোতা ভাগিরথী নদীতে ভেলা ভাসানোর স্বাদ আমার অপুর্ণই রয়ে গেল।

নবাব-এ-নাজীম মীর মহাম্মদ জাফর খাঁন বাহাদুরের সমাধীতে আমি

নবাব মীর জাফরের অষ্টম বংশধর সৈয়দ রেজা আলি মীর্জা [ছোট নবাব] তার বাড়ীতে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

অতৃপ্ত ভ্রমন শেষে ক্লান্ত ও আধা-সুস্থতা নিয়ে দেশে ফিরলেও অতি জরুরী অথচ অসমাপ্তভাবে ফেলে যাওয়া কাজগুলোতেই আমাকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। এ সকল কারণে কর্ণফুলীর প্রতি ঘুরে তাকানোরও ফুরসত আমি পাইনি। আর তাছাড়া নিয়মিতভাবে আপডেট করলেও 'বঙ্গভ্রাতা'দের কাছ থেকে কোন প্রশংসা বা উৎসাহ তেমন পাওয়া যায় না, অথচ কোন কারণে অপডেট অনিয়মিত বা হোঁচট খেয়ে বন্ধ থাকলে তাদের খোঁজ খবর নেয়ার অন্ত থাকেনা। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এটা আমাদের জাতীয় চরিত্র, এ মন্ত্রটুকু অন্তত এতদিনে আমার রপ্ত হয়ে গেছে। আর মুর্শিদাবাদের 'নেমকহারাম দেউড়ী'র সেই ছোট নবাবও বঙ্গভাষীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একান্তে আমাকে সেদিন এ প্রবাদটিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "বাঙ্গালীরা জীবিতাবস্থায় কাউকে সহজে মূল্যায়ন করেনা, পরপারে চলে গেলে তখন এপাড়ে তাকে টেনে ধরে রাখার জন্যে নানারকম পদকে ভুষিত করে থাকে এবং মৃতকে মহপুরুষে পরিনত করতে রক্তের হলি খেলে থাকে। বাঙালী জাতি জীবিতকে নয়, ওরা মৃতব্যক্তির ছবি ও মুর্তিকেই পুজা করতে ভালোবাসে। জীবিতকালে বঙ্গবাসীদের কাছে সিরাজউদৌলা ছিল ব্যভিচারী, অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, লম্পট, নরাধম ও মাতাল এক নবাব। কিন্তু দেহত্যাগের পরেই তিনি হয়ে গেলেন বীরপুরুষ ও ঐতিহাসিক পুজণীয় এক নরপতি।" মীর জাফরের অষ্টম বংশধরের মন্তব্যের সাথে 'বাঙ্গালী জাতি' বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের লালিত একটি ধারনার মিল আমি খুঁজে পেলাম। সত্যি তাইতো, আমরা সেই জাতির উত্তরসুরী যে জাতি স্বহস্তে নিজ পিতাকে হত্যা করে সতীসাধ্বী বিধবা মা'কে মধ্যরাতে লম্পটের হাতে তুলে দিয়ে বিনিময়ে নাজরানা নিয়ে থাকি। আমাদের আবার জাত-সম্মান কি, স্বাধীনতা কি? দুর্নীতিগ্রস্থ ও চরিত্রহীন জাতীর কাছে স্বাধীনতা বরাবরই লাঞ্চিত ও পদদলিত হয়েছে এবং হতে থাকবেই, এ নিয়ে আবার অভিমান কেন!!

ইংরেজের আগ্রাসন ও বাংলার সত্যিকারের ইতিহাস নিয়ে আজো প্রচুর গবেষনা চলছে। নবাব পরিবারকে নিয়ে লেখা বিখ্যাত ইন্ডিয়া টাইমসে সম্প্রতি ছাপানো একটি প্রতিবেদন আমাকে দেখাচ্ছে ছোট নবাব।

আপডেট বন্ধ থাকলে বরং বাড়তি অনেক ফোন পাওয়া যায়, যাদের সাথে জানা পরিচয় নেই এমন অনেকেই খোঁজ নিয়ে জানতে চান 'কি ভাই, কর্ণফুলী মরে গেল নাকি!!', আমার ভালো লাগে, এরূপ বিপরীতমুখী আচরণে উৎসাহ পাই বেশ। ওরা মরে গেলে খবর নেয়, জীবিত থাকলে নয়। প্রবাসে যাওয়ার আগে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, ফেরার পর কেন তা রাখতে পারিনি সেজন্যে অনেক গুনগ্রাহী আমাকে অভিযোগ ও অনুযোগ ইতিমধ্যে করেছেন, তাদের কথা আলাদা, তারা সর্বদা আমাদের পাশেই ছিলেন এবং থাকবেন বলেও আশা করি। অনেকে তাদের লেখা, বিজ্ঞাপণ ও সামাজিক কর্মকান্ডের সংবাদগুলো এখনো কেন ছাপছি না, কেন কর্ণফুলী আপডেট হচ্ছেনা ইত্যাদী কারণগুলো জানতে চেয়েছিলেন।

কর্ণফুলীর সকল পাঠক, লেখক ও শুভানূধ্যায়ীদেরকে অনুরোধ করবো অনিচ্ছাকৃত আমাদের এই বিলম্বিতাকে যেন তারা একটু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। অতি সহসা আপনাদের প্রিয় কর্ণফুলী পুনরায় যেকোন দিন থেকে পূর্ণদ্যেমে আপডেট শুরু করবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্যে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

- - - - - - প্রধান সম্পাদক, কর্ণফুলী